আমেরিকা ও হামাস

কুদ্দুস খান

ভিন্নমতের সম্পাদক বিপ্লব পাল ইতি মধ্যেই হামাসের উপর একটি উন্নত মানের রচনা লিখেছেন, তবুও আমি কিছু লেখার প্রয়োজন বোধ করছি। আমি কয়েক মাস আগেই বলেছিলাম, প্যালেষ্টাইনের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন দিতে গড়িমসি করছিলেন। কেননা, প্রেসিডেন্ট বুঝতে পেরেছিলেন নির্বাচনে হামাসই জয়ী হবেন। প্রেসিডেন্টের পার্টি 'আল ফাতাহ'র ভরাডুবি হবে। বাস্তবে সেটাই হয়েছে। এখন প্রশ্ন হল, হামাস জয়ী হওয়ার কারণ কি? লন্ডনের ইকোনোমিষ্ট মনে করছে; ২ টি কারণে প্যালেষ্টাইনী নির্বাচনে হামাস জয়ী হয়েছে। (১) ক্ষমতাসীন পার্টি মাত্রাতিরিক্ত দূর্নীতি, ও (২) ক্ষমতাসীন আল ফাতাহ পার্টির নেতৃত্বের ব্যর্থতা। অপরপক্ষে, হামাস প্যালেষ্টাইনী জনগণের কাছে প্রমাণ করতে সমর্থ হয়েছে যে, প্যালেষ্টাইন জাতিকে নেতৃত্ব দেওয়ার মত হামাসের বিপুল সংখ্যক সৎ ও দেশ প্রেমিক ব্যক্তি রয়েছে। হামাস প্যালেষ্টাইনের অভ্যন্তরে বিপুল সংখ্যক সামাজিক সংগঠন বা এন জিও এর নেতৃত্ব দিচ্ছে। এবং এই এন জিও গুলিই দীর্ঘদিন যাবত বিরাট সংখ্যক চাকুরী সৃষ্টি করেছে, যা প্যালেষ্টাইন অথারিটি করতে ব্যর্থ হয়েছে। এছাড়াও হামাস হসপিটালের মত গণ-সেবামুলক কাজের পুরোটাই নিজেদের নিয়ন্ত্রনে রেখেছে। অতএব প্যালেষ্টাইন রাষ্ট্র বলতে আল ফাতাহ নয়, হামাসকেই প্যালেষ্টাইনের জনগণ বুঝে থাকে। ইউরোপীয় চিন্তাবিদরা মনে করছেন, প্যালেষ্টাইন সরকারের চেয়েও অনেক বেশী চাকুরী সৃষ্টি করেছে হামাসের পরিচালিত এন জিও গুলি। মধ্য প্রাচ্যের শান্তি রক্ষা করতে হলে আমেরিকাকে ও ইসরাইলকে আজ হোক কাল হোক হামাসের সাথেই কাজ করতে হবে। আর হামাসকে যদি প্যালেষ্টাইনের নেতৃত্ব দিতে হয়, তাহলে আমেরিকা ও ইসরাইলের সহিত বৈরিতা নয়, সহযোগিতার হাত প্রসারিত করতেই হবে।

হামাস দীর্ঘ দিন যাবত বলে আসছে, ইসরাইল রাষ্ট্রের বেঁচে থাকার অধিকার নেই। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে প্যালেষ্টাইনের জনগন আজ হামাসের এই নীতির সহিত একমত নয়। প্যালেষ্টাইনের জনগণের বেশীর ভাগ অংশ মনে করে ইসরাইলের সহিত পাশা পাশি দুটি রাষ্ট্র হিসাবেই প্যালেষ্টাইনকে বসবাস করতে হবে। লন্ডনের ইকোনোমিষ্ট মনে করছে, হামাস প্যালেষ্টাইনের জনগণের এই মনোভাব বুঝতে পেরেছে বলেই নির্বাচনী প্রচারের সময়ে ইসরাইলের ইস্যুটি নিয়ে কথা না বলে প্যালেষ্টাইনের আভ্যন্তরীন সমস্যা ও সরকারী দল আল ফাতাহ এর দুর্নীতি ইস্যু নিয়ে কথা বলেই নির্বাচন শেষ করেছে। ইকোনোমিষ্ট মনে করে, সে কারণেই হামাস ১৩১ এম পির আসনের মধ্যে ৭৫ টিতে নির্বাচনে জয়ী হয়েছে। ঘটনা এখানেই শেষ নহে, প্যালেষ্টাইনের জনগণ হামাসের শরিয়া আইনের মাধ্যমে রাষ্ট পরিচালনা করার নীতির ও বিরোধী, আর সেকারনে হামাস শরিয়া আইন নিয়ে নির্বাচনের সময়ে কোন কথা বলে নি।

A majority of Palestinians disagree with two of Hamas's ideological tenets: the non-recognition of Israel and the imposition of Islamic *sharia* law. Even though a high percentage believe that "armed resistance" by militants from Hamas and other factions drove Israel to dismantle its settlements in the Gaza strip last summer, almost as many still believe in a two-state solution to the conflict. Hamas adjusted its campaign platform to fit. It made no mention of destroying Israel, as outlined in the movement's charter, but concentrated on domestic issues: the disunity and corruption within Fatah and the Palestinian Authority (PA), and the poor state of the economy and public (Economist)

আমরা উপরোক্ত আলোচনা থেকে এ'সিদ্ধান্তেই উপনীত হতে পারি যে, হামাস সন্ত্রাসী সংগঠন হলেও নির্বাচন পুর্ব নীতিমালা গণতান্ত্রিক নীতিমালারই ইংগিত বহন করে। যদিও হামাস বিষয়ে নিশ্চিত করে কিছু বলার সময় এখনও আসেনি। তবে বিশ্বের বিভিন্ন সন্ত্রাসী সংগঠনের ইতিহাস

এটাই প্রমান করে যে, সন্ত্রাসী দল নির্বাচনে অংশ গ্রহন করলে অথবা গণতান্ত্রিক পন্থা অবলম্বন করলে সন্ত্রাসী দল আর সন্ত্রাসী দল থাকে না, গণতান্ত্রিক দলে রূপান্তরীত হয়। উদাহরণ স্বরূপ আমরা আয়ারল্যান্ডের কথা বলতে পারি। আয়ারল্যান্ডের সন্ত্রাসীদল গণতন্ত্রের পথে অগ্রসর হয়েছে এবং কয়েক শত সন্ত্রাসী নীতি পরিত্যাগ করে নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে সরকার পরিচালনা করছে।

এরপরেও প্রশ্ন থেকে যায়। আর সে প্রশ্ন হচ্ছে, হাজার ডলারের প্রশ্ন। মুসলিম বিশ্বে গণতন্ত্রের কোন ইতিহাস নেই। মুসলিম রাষ্ট্র বিশেষ করে মধ্য প্রাচ্যের মুসলিম রাষ্ট্রে সাধারণত গণতন্ত্র দানা বাঁধে না। মুসলিম রাষ্ট্রে একবার কেউ ক্ষমতায় আহরন করলেই, তিনি চিরদিনই ক্ষমতায় থাকতে চান। নানা অজুহাতে রষ্ট্র প্রধান, রাজা অথবা প্রেসিডেন্ট-রাজা বনে যান। এর উদাহরণ ইয়াসির আরাফাতই সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি বেঁচে থাকতে নির্বাচন দিতে চান নি। যদি হামাস সে রকম একটি ঘটনার জন্মই দেয়, তাহলে প্যালেষ্টাইন রাষ্ট্র, ব্যর্থ রাষ্ট্রে পরিণত হতে পারে। কেননা, প্যালেষ্টাইন রাষ্ট্রের অর্থনীতি বলতে কিছু নেই। প্যালেষ্টাইন জনগণের ৪০% ভাগ কর্ম-উপযোগী শ্রমিক ইসরাইলে চাকুরী করে থাকে। এছাড়া, অর্থনীতি বলতে যা বোঝায় তার সম্পুর্ন টাই আসে বিদেশী অর্থনৈতিক সাহায্য থেকে। বিদেশ বলতে জাতীসংঘ, আমেরিকা ও ইউরোপকেই বুঝানো হয়ে থাকে। প্রতিবেশী আরব রাষ্ট্রের সাহায্য খুবই কম ।

হামাস যদি তার সন্ত্রাসী কার্যকলাপ চালু রাখে ,তাহলে বিদেশী অনুদান বন্ধ হয়ে যেতে পারে। সেটা হলে, প্যালেষ্টাইন রাষ্ট্র ব্যর্থ রাষ্ট্রে পরিণত হতে পারে। তবে সুখের সংবাদ এই যে, হামাস সেদিকে না যাওয়ারই ইংগিত দিচ্ছে। প্রেসিডেন্ট আব্বাস হামাসকে সরকার গঠনের আহ্বান জানিয়েছে। অপরপক্ষে হামাস আল ফাতাহকে নিয়ে একটি জাতীয় সরকার গঠনের প্রস্তাব দিয়েছে। দেখা যাক, পরিস্থিতি কোন দিকে মোড় নেয়।